দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কৃষি ভার্সিটি ॥ ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রি শুরু

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম পর্ব (১৯৯৮-৯৯) শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র বিক্রি শুরু হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষা ৫ মে।

ডিন পরিষদ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে ভর্তি কমিটি বৈঠকে ৬২০টি নির্ধারিত আসনসহ সংরক্ষিত ২৬টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ হোসেনসহ উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ এমএ আউয়াল, কো-অর্ডিনেটর (উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি), ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আহাম্মদ উল্লা সরকার, অনুষদীয় ডিনবৃন্দ এবং উপাচার্য মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ ও রেজিস্ট্রার। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ২০টি, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ৩টি এবং পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকছে।

পূর্বেকার শিক্ষাবর্ষের চেয়ে আসন কমানো হয়েছে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরী অনুষদ (১৫টি) এবং পশুপালন অনুষদে (১০টি)। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বেলায় সংরক্ষিত আসনবিন্যাস হলো– কৃষি অনুষদে ৫টি এবং অপর পাঁচটি অনুষদের প্রত্যেকটিতে ৩টি করে ১৫টি।

আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের পূবালী ব্যাংকের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং ঢাকার সেনাকল্যাণ ভবন, মতিঝিল শাখা থেকে দু'শ' টাকা জমা দিয়ে ভর্তির ফরম ও নির্দেশিকা সংগ্রহ করতে হবে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে। ভর্তি ফরম বিক্রি হবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২৪ মার্চ। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে অনুষদওয়ারী আসন সংখ্যা হচ্ছে ঃ কৃষি অনুষদ (২৫০টি), ভেটেরিনারি অনুষদ (১০০টি), মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ (৮০টি), পশুপালন অনুষদ (৭০টি), কৃষি প্রকৌশল অনুষদ (৬০টি), কৃষি অর্থনীতি অনুষদ (৬০টি)। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় অপেক্ষমাণ তালিকাসহ উপজাতীয় সংরক্ষিত আসনে ভর্তি শেষ হয়েছে ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাসিক টিউশন ফিস ও সিট রেন্ট করা হয়েছে যথাক্রমে ১০ ডলার ও ৫ ডলার। পূর্বেকার বছরগুলোতে যা ছিল বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের সমান মাসিক ১৫ টাকা ও ৩ টাকা হারে। আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বাছাই হবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে। নির্ধারিত ও সংরক্ষিত আসনের মোট সংখ্যার দশ গুণ বেশি ছাত্রছাত্রীদের লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।